জাত নেতার প্রতিকৃতি

আজিজুর রহমান

ফজলুল কাদের চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। শুধু চট্টগ্রামে নয়, তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত তিনি ছিলেন সমাদৃত। উত্তর বঙ্গের মানুষ তাকে কিভাবে এবং কতটা ভালোবাসতো, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তিনি মুসলিম লীগের জন্ম দেন চট্টগ্রামে। তাঁর জনপ্রিয়তা এতই তীব্র ছিল যে, সে সময় পর্দানশীল মুসলিম নারীরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাঁকে দেখতো।

ফজলুল কাদের চৌধুরীর অবদান হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের প্রশাসন কায়েম করা। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ভালোবাসতেন। তবে মুসলমানরা সে সময় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ছিল বলে তিনি অগ্রসর জনগোষ্ঠীতে পরিণত করবার জন্য, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করেছেন বেশি। তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট থাকাকালে চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত হয়। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ফাইল দেখেন। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী মফিজউদ্দিন চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কুমিল্লায় নিয়ে যেতে। ফজলুল কাদের চৌধুরী তা বাতিল করে চট্টগ্রামেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি চূড়ান্ত করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফজলুল কাদের চৌধুরী ছাড়া আর কারো নাম আসতে পারে না।

নেতা হিসেবে ফজলুল কাদের চৌধুরী এই বাংলায় একমাত্র শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারেন। ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং শেখ মুজিব Born as a leader এবং died as a leader. উভয়ের জন্মই হয়েছে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। মৃত্যুর পরও ফজলুল কাদের চৌধুরীর জনপ্রিয়তা বোঝা গেছে। ১৯৭৩ সালের ১৮ জুলাই যখন তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন তখন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ক্ষমতায়। ষষ্ঠ পৃষ্ঠার ৫ম কঃ